অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 12 - 2024

সমসাময়িক সাঁওতালি সাহিত্য ও ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাবলু মুরমু
স্বাধীন গবেষক, বর্ধমান

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 12 originally published online November 2024

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2024 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol.12 : 2024 | **ISSN 2347-8055**

সমসাময়িক সাঁওতালি সাহিত্য ও ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাবলু মুরমু
স্বাধীন গবেষক, বর্ধমান

সংক্ষিপ্তসার

সাঁওতাল সমাজকে ভারতের প্রাচীনতম জাতি এবং ভারতের সবচেয়ে বিশিষ্ট উপজাতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।সাঁওতালরা, সারা বিশ্বজুড়ে 5 মিলিয়নের ও বেশি লোক, এবং তারা নিজেদেরকে উপজাতীয় মানুষ বলে মনে করে যারা একটি অস্ট্রো এশীয় ভাষায় কথা বলে এবং হিন্দু, মুসলিম এবং অন্যান্য অঞ্চলের মতো অন্যান্য বর্ণের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রা এবং মূল্য আলাদা। সমাজের কাঠামোর জন্য। সাঁওতাল জনসংখ্যা জীবিকা নির্বাহের উপর নির্ভরশীল এবং এটি একটি খুব স্বতন্ত্র এবং বিনয়ী জীবন যাপন করে এবং এটি তাদের পশ্চাদপদতার অন্যতম প্রধান কারণ। সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কুসংস্কারে বিশ্বাসী। গবেষণার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে কীভাবে সাঁওতাল উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং কীভাবে তাদের উপজাতীয় সভ্যতার বিভিন্ন আধুনিক মূল্যবোধ আজকাল ঠেলে দেওয়া হয়েছে ।এটি আরও বিকশিত হয়েছে যে কীভাবে, এর উৎপত্তিতে ফিরে আসার পরে, নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং কীভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক মূল্যবোধ প্রচার করা হয়। এটি রক্ষণশীলদের কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং সমাজ উপজাতীয় সাঁওতালদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও উন্নতি করেছে। তারা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে । তাই, সাঁওতাল সম্প্রদায় তার অলসতা কাটিয়ে উঠেছে এবং এই মহৎ মহাবিশ্বের একটি প্রধান অংশ বলে দাবি করে।

ভূমিকাঃ

৫০ লাখের ও বেশি সাঁওতাল নিজেদেরকে একটি "উপজাতীয় ব্যক্তি" বলে মনে করে যারা একটি নির্দিষ্ট (অস্ট্রিয়ান-এশীয়) ভাষায় কথা বলে এবং এমন একটি জীবন ধারা শেয়ার করে যার মূল্য হিন্দুদের থেকে আলাদা। যদিও উপজাতীয় শিশুরা তাদের শিশুদের নিজস্ব সমাজ গঠন করে, তারা প্রাপ্ত বয়স্কদের বিশ্বে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে তাদের নিজস্ব নিয়ম এবং উদ্দেশ্য চালিয়ে যায়।একটি পরিবর্তনশীল জ্ঞান গোষ্ঠীতে, জ্ঞানের বিতরণ যেমন বিশ্বাস এবং পরিচয়ের নেটওয়ার্ক পরিবর্তিত হচ্ছে, ক্ষমতার অবস্থান এবং শক্তিমুক্ত পরিবর্তনের সাথে সাথে। সাঁওতাল শৈশবকে সামাজিক ও সমষ্টিগত প্রক্রিয়ায় বিকাশ হিসাবে বোঝার জন্য, বেশির ভাগ গ্রামীণ অঞ্চলের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে প্রথমে বিবেচনা করতে হবে। তারপর অনুসন্ধান করুন যে সাঁওতাল সমাজে বর্তমানে কীভাবে জ্ঞান স্থানান্তরিত হয়, তা বিবেচনায় নিয়ে যে সাঁওতালরা সাধারণত কলকাতা , উড়িষ্যা শহর যেমন শহরে বাস করে এবং স্থানান্তরিত হয়। বহুজাতিক শহরে সাঁওতাল সন্তানেরা বসবাস করে। আমি খতিয়ে দেখব যে সাঁওতালি তরুণদের শিক্ষা কতটা সাহায্য করছে সাঁওতালি ভাষায় নতুন সাংস্কৃতিক নিদর্শন তৈরি করতে এবং কতটা শিক্ষা সহায়ক ভাবে বিশ্লেষণ করেছে ।এই সাংস্কৃতিক আচরণ গুলি শিশু সামাজিকী করণের অংশ এবং অবশ্যই একটি যৌথ কার্যকলাপ হিসাবে দেখা উচিত। এইভাবে, একটি সমাজে শিশুর নিজস্ব জ্ঞান রয়েছে যা তার সদস্য তার সামাজিক অনুভূতি ভাগ করে নেয়, একটি পিয়ার গ্রুপ। এটি অনেক প্রাচীন ভারতীয়

ভাষা। এই ভাষার শব্দ ভাণ্ডার নিজেই অনেক বড়। ব্যাকরণের দিক থেকে ও এই ভাষা খুবই সাবলীল এবং শক্তিশালী । আর এই ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো সমৃদ্ধ ভাষার চেয়ে কম নয় । তাঁর কাছে তাঁর নিজস্ব লিপি থাকার কারণে সাহিত্য চর্চা খুবই উপকৃত হয়েছে। এই ভাষায় সাহিত্য চর্চা লোকসাহিত্যের আকারে প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে ।এরপরে, এর প্রথম লিখিত রূপ শুরু হয় সংগৃহীত বিভিন্ন লোককাহিনী, লোকগান, ধাঁধা , প্রবাদ, ইত্যাদি বই আকারে প্রকাশ করেছেন । খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের আমলে কিছু সাঁওতাল কবি ও সাহিত্যিক সাঁওতালিভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির জন্য এগিয়ে আসেন । এখন এই ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা ও চর্চার কাজ ভারতে ও দেশের বাইরে ব্যাপক সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে । এই ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজতে গেলে বহু বছর আগে যারা এই ভাষায় কথা বলত তাদের পরিচয় জানা খুবই প্রয়োজন । তা নাহলে তাদের সাহিত্যের বিশেষ দিক গুলো আমাদের অজানা থেকে যাবে। এই ভাষায় যারা কথা বলে তারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের হৃদয়ে সাঁওতাল জাতি নামে পরিচিত ।যদিও আজকাল অনেকেই এই ভাষাকে নিজেদের কারণে গ্রহণ করেছে। বলা যায় এই ভাষা ও সাহিত্য অনেক প্রাচীন।

আর সেই নিয়মের প্রভাব পড়েছিল আদিবাসীদের ওপর ও। আজ তারা সব হারায় নি। তবুও তারা ধরে রেখেছে ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং আসামের প্রধান মুন্ডা জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি হল সাঁওতাল সম্প্রদায়। প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও নেপালে ও উল্লেখযোগ্য ভাবে সাঁওতাল সংখ্যালঘুদের বসবাস দেখা যায়। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম-মেদিনীপুরে গবেষণার অঞ্চল।ভারতীয় সাঁওতাল উপজাতিদের একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ধরণের উপজাতীয় জীবন রয়েছে।বনের গাছ এবং উদ্ভিদ মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। উপজাতিরা মাছ ধরা ও কৃষিকাজে ও জড়িত ।দৈনিক সাঁওতাল পত্রিকায়, সমাজ বিজ্ঞানীরা এই অভিবাসীদের কারণে আদিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, কারণ শিক্ষার প্রসার, উন্নত প্রযুক্তি এবং অর্ধেক পুরস্কার লাগে।

স্থান যাই হোক, গবেষণাটি সমসাময়িক আধুনিক প্রতিষ্ঠান এবং মূল্য বোধের প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই উপজাতি গুলি সঙ্গীতের জন্য সরঞ্জাম তৈরি করতে ও ব্যাপক ভাবে সক্ষম । বিশেষত, আধুনিকায়ন এবং বিশ্বায়নের সাথে যুক্ত প্রক্রিয়াগুলি উন্মোচিত হয়ে ছিল। পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কর্ম শক্তির গঠন এবং তার ভূমিকার উপলব্ধি দেখায়। বনের দ্বন্দ্ব বা নির্ভরতা ও এর সাংস্কৃতিক মান, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে প্রভাবিত করেছে। জীবনের নতুন রূপ, প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধের প্রতিবাদের দৃষ্টি ভঙ্গি যা তাদের সমাজে সামাজিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। এই অধ্যায়ের মৌলিক উদ্দেশ্যহলসাঁওতালদের উপরশিক্ষা এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব বোঝা। উপজাতীয় জনসংখ্যা প্রধানত কাজের জন্য, তাদের পশ্চিমাঞ্চল থেকে বিভিন্ন কৃষি এলাকা এবং শহরের কেন্দ্র গুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। উপজাতি তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মজীবন, বয়স, প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতিনীতিতে পরিবর্তন এনেছে। তারা সাইটের মানুষ এবং নতুন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল. এভাবে শিক্ষা ও অভিবাসন তাদের আধুনিকতার বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করে। শিক্ষা, অভিবাসন এবং আধুনিকতার মধ্যে যোগসূত্র এবং এই নথির আধুনিকীকরণের দিক গুলি এবং উপজাতীয় সমাজে এর প্রভাব এই যুক্তি গুলি অনুসারে মোকাবেলা করা হয়েছে।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য:

সাঁওতালদের দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন গুলি চিহ্নিত করা; এবং এই অধ্যয়নের লক্ষ্য নিম্নলিখিত অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে

উদ্দেশ্য

1. প্রচলিত এবং সমসাময়িক সমাজের মধ্যে সামাজিক কাঠামোর তুলনা।
2. ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে এই ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

3. পাঠকদের মনে এই ভাষা ও সাহিত্যের একটি জ্ঞান তৈরি হবে।
4. ভাষার মূল্য বিশ্বায়ন।
5. সাহিত্যের গৌরবময় থিম হাইলাইট
    1) মৌখিক সাহিত্যের সময়কাল -1854 এর আগে
    2) মিশনারি সময়কাল- 1855 থেকে 1889।
    3) মধ্যযুগ- 1890 থেকে 1946
    4) আধুনিক সময়কাল- 1947 এরপরে

মৌখিক সাহিত্যের সময়কাল (1854 আগে):

এই সময়ের আগে সাঁওতালি সাহিত্যের কোনো প্রামাণিক রূপ ছিল না। সাঁওতাল ভাষায় একটা কথা আছে "লেখার চেয়ে শোনা ভালো"এই কথার আগে তৎকালীন বুদ্ধি জীবীরা মুখে মুখে সাহিত্যের একটা রূপ দিয়েছিলেন। একই সাথে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বর্ণনার মাধ্যমে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা উপস্থাপন করেন। চিঠিতে ঘটনাটি একটি গল্প আকারে বলা হয়েছিল যা প্রজন্মের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এই ভাবে এটা প্রসারিত হবে. মৌখিক সাহিত্য সম্পর্কে ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, "কথা বলার ধরন, কথা বলার ধরন, স্টাইল এবং সুরদর্শকদের আকর্ষণ করে। কিন্তু তাই বলে কি আদিবাসীরা লেখার কথা ভাবেননি, চেষ্টা করেননি? সাঁওতালি সাহিত্য মুখের কথায় রচিত এবং যুগে যুগে স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়েছে যেমন এর কয়েকটি উদাহরণ হল জমসাম বিন্তি, করম বিন্তি, অগণিত ছড়া, লোককাহিনী, প্রবাদ, কৌতুক, ধাঁধা ইত্যাদি।এর প্রধান উদাহরণ। "

মধ্যযুগ (1890 থেকে 1946):

এই সময়ে এই ধর্ম প্রচারকদের অবদান দিন দিন কমতে থাকে । আর সেই সময় ভারতের স্বাধীনতার হাওয়া বই ছিল গভীর ভাবেতাই অনেক ধর্মপ্রচারক এদেশ থেকে নিজদেশে চলে যান। বৃটিশ ধর্মপ্রচারকরা এই ভারত ছেড়ে চলে গেলে ও সাহিত্যের অগ্রগতির কাজ থেমে থাকেনি বরং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের রোপিত সাহিত্যের বীজ অবশ্য হাতে রয়ে গেছে। এর সাহিত্য আন্দোলনে দেশীয় অনেক লেখক ও এগিয়ে আসেন । তারা মনে করতেন ধর্ম প্রচারকরা যদি তাদের মূল্যবান সময় এদেশের সাহিত্য বিকাশে দিতে পারেন। আমরা কেন পিছিয়ে যাব। এই সময়ের সবচেয়ে মূল্যবান এবং মূল বইটি মাঝি রামদাস টুডু রচিত এবং তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম 'খেরাওয়াল বংশ ধর্ম পুথি। ভাষাবিদ লক্ষণ চন্দ্র হেমব্রমের মতে "সাহিত্যের এই সময়কালে অনেক পণ্ডিত লেখক ও জন্মগ্রহণ করে ছিলেন, অনেক মূল্যবান বই ও রচিত হয়েছিল। অনেক নতুন গবেষণা ও হয়েছে অনেক মহাশয় সাঁওতালি সাহিত্যে তাদের মূল্যবান চিন্তা ভাবনা অবদান রেখেছেন।"

অনেক সাঁওতাল সাহিত্যিক আছেন যারা সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। এই লেখকদের মধ্যে পল জুজার সরেন,সাধু রামচাঁদ মুর্মু, পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, মঙ্গল চন্দ্র তুর্কু লুমাং সরেন, সালমান. সি. মুর্মু, আর. আর . কিস্কু রাপাজ এবং আরও অনেকে। এই সময়ে ভাষা ও সাহিত্য সর্বাধিক অগ্রগতি করে ছিল, তাই এই সময়টিকে স্বর্ণযুগ হিসাবেও বিবেচনা করা হয়।

আধুনিক সময়কাল (1947 এরপরে):

এসময় ধর্ম প্রচারকরা আরও লক্ষণের উপর কাঁদলেন। আধুনিক যুগে ভারতীয় লেখকরা নানা দিক থেকে পড়ে গেছেন। কিন্তু তাদের চলে যাওয়া সাহিত্যের অগ্রগতিতে তেমন প্রভাব ফেলেনি। তখন দেশীয় লেখকদের সাহিত্য চেতনা চরমে পৌঁছেছিল।দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিরা সাঁওতালি সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখতে শুরু

করেন। এসময় অনেক লেখক মনোনিবেশ করেন এবং দেশীয় সাহিত্যিকদের মনে স্থির হয় যে সাঁওতালি সাহিত্যকে উচ্চস্থানে পৌঁছাতে হবে । শুধু সাহিত্য চর্চা নয়, এযুগে এই ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের ও আলোড়ন রয়েছে। তাদের সাথে সাঁওতাল সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্মকে ফোকাস ও জাগ্রত করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করা হয়ে ছিল। "ভারত ভূমিতে একটি নতুন সূর্য উদিত হয়েছে। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়েছিল ভারতের মানুষ । চিন্তায়, চেতনায়, শিক্ষায়, সমাজের সর্বস্তরে, সকলে যেমন খেয়েছে, বিকাশের পথে হাঁটার জাগরণ শুরু হয়। ভূমি পুত্র রাও এর প্রভাব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেননি। তাদের মধ্যে শুরু হয় উন্নয়ন অগ্রগতির নতুন রূপরেখা।"এই সময়ে অনেক দেশীয় লেখক সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেন। এই সময়ে অনেকেই এই সাহিত্য চর্চার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত দিচ্ছেন। অনেক সময় এই ভাষাকে তুচ্ছ ও বলা হয়েছে। এমন কি সাঁওতালি লেখকরাও অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন।এই সার্বিক পরিস্থিতি উপেক্ষা করেও সংগ্রাম থামেনি। এই সাহিত্য আন্দোলনে যে সমস্ত লেখকরা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন তারা হলেন ডঃ দমন সাহু 'সমীর, সারদা প্রসাদ কিস্কু 'তৎকমলগ, অদিতামিত্র 'সাঁথালি', নাথালিয়ান মুর্মু, পদ্মশ্রী ভাগবতমুর্মু 'ঠাকুর, পদ্মশ্রী চিত্ত টুডু 'বাঘ, ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মু, বাবুলালা মুর্মু 'আদিবাসী'অধ্যাপক দিগম্বর হাঁসদা, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কি, ডাঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক, গোমস্তা প্রসাদ সরেন। এছাড়া আরও অনেক মূল্যবান কবি সাহিত্যিকদের অসামান্য অবদানের কারণে সাঁওতালি সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। তাদের অবদান সত্যিই প্রশংসনীয়

ঔপনিবেশিক যুগে, উপজাতি পরিচয়:

ইউনাইটেড কিংডম 1770 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপজাতীয় জমি এবং সাঁওতালদের অভিবাসন জঙ্গল পরিষ্কার করতে বাধ্য হয় যাতে চাষাবাদ এবং বসবাসের জন্য আরাম দায়ক হয়, চুক্তির অধীনে কাজ পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।ব্রিটিশরা অ-উপজাতীয় ব্যক্তিদের উপজাতীয় জমিতে বসবাস করতে সক্ষম করেছিল এবং মহাজন এবং অন্যান্য দালালরা সাঁওতালদের ব্যবহার করেছিল। 1855 সালে, সাঁওতালরা দু'জন ক্যারিশম্যাটিক নেতার দ্বারা প্ররোচিত কষ্টের অনুভূতির দ্বারা বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যারা ব্রিটিশরা দুই বছর পর বিদ্রোহ ধ্বংস করার পরে ও আজ বীর হিসাবে পালিত হয় সাঁওতাল পরগণা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং তাদের ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশকে টিকিয়ে রাখে এবং স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাদের কঠোর পরিশ্রম করে। বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যায় সাঁওতালদের মধ্যে স্কুল শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার আগে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মিশন। মিশন স্কুলের ছেলে মেয়েরা খ্রিস্টান, হিন্দু এবং সরকারি স্কুলে শুধুমাত্র হিন্দু ছেলে মেয়েরা পড়ত। মিশন প্রশিক্ষণ উপজাতীয়দের একটি সমতাবাদী সংস্কৃতি তৈরি করতে সাহায্য করেছিল, যখন খ্রিস্টানদের বিশুদ্ধতাবাদী প্রভাবকে সম্মান করে, এবং একটি বিশ্বদর্শন উন্মুক্ত করেছিল। 1870 সালের ব্রিটিশ শিক্ষা আইন দ্বারা অনুপ্রাণিত ঔপনিবেশিক সরকার, ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকী করণের প্রচেষ্টা চালায়। ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থনের সাথে একত্রে, মিশনারী ব্যবস্থা পরামর্শ দেয় যে পাঠশালা শিক্ষার্থীদের উচ্চস্তরে অধ্যয়ন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য বৃত্তি পাওয়া উচিত [৩]।অনেক গ্রামে, পাঠশালার ব্যবস্থার ফলে আদিবাসী শিক্ষার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু উপজাতীয় জেলা গুলিতে এটি কখনই জনসাধারণকে প্রভাবিত করেনি । সাঁওতাল পরগণায় সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত স্কুল গুলির একটি বিশাল সম্প্রসারণ ছিল, যে জেলায় মিশনারিরা কাজ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্তিটি তাদের বিরোধী ছিল যারা উপজাতীয় অঞ্চলে একটি অভিজাত মডেলের প্রচার করতে চেয়েছিল, যাতে সাঁওতালদের শিক্ষাকে স্ক্যান্ডি নেভিয়ান মিশনারিদের মতো আরও বাস্তব সম্মত পদ্ধতিতে গ্রামের জীবন থেকে বের করে দেওয়া না হয় । মিশনারী শিক্ষা সাঁওতাল শিশুদের শৃঙ্খলা বদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হত যা রাগ বাদি পশু ঘাসে, পশু শিকার করত, বা একসাথে কন্দ সংগ্রহ করত [2]। 1904 সালের রিপোর্ট অনুসারে, স্কুল থেকে বয়সী 15% উপজাতীয় শিশু স্কুলে যায়, তবে সাক্ষরতার কোন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়নি। 1911 সালের আদমশুমারি অনুসারে, বাঙালি সাক্ষরতার হার ছিল পুরুষদের জন্য 0.45% এবং

মহিলাদের জন্য 0.031%। 1905 থেকে খ্রিস্টান শিক্ষার ব্যাপক বিকাশ ঘটে 1920 এবং সামাজিক বৃদ্ধির একটি পথ প্রদান করে। পৈতৃক এবং কর্তৃত্ব মূলক মূল্যবোধের ক্ষতি উপজাতীয় জীবনের অবশিষ্ট শূন্যতা পূরণ করে বলে মনে হচ্ছে। 1920 থেকে 1938 সালের মধ্যে শিক্ষাবিদ এবং ছাত্রদের নেতৃত্বে একটি পশ্চিমা শ্রেণী ছিল। 1930-এরদশকের নেতারা সমতা লালন করেছিলেন।তারা নিজেদের "ভারতীয়" নাম করণের জন্য নির্বাচিত করেছিল, একটি কর্মী আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি শব্দ যা 1938 থেকে 1947 সালের মধ্যে প্রতিরোধের ধারণা তৈরি করেছিল।

1950- এর দশকে ঝাড়খণ্ড উপজাতি দল। ঝাড়খণ্ড পার্টির সদস্যরা বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার আদিবাসী এলাকা স্বাধীন হওয়ার পর অপসারণের আহ্বান জানিয়েছিল। . কিন্তু 2000 সালে, পঞ্চাশ বছর লড়াইয়ের পরে, এই দাবি গুলি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ভিত্তি তৈরি করে।উপজাতিরা দেশের জনসংখ্যার মাত্র 28%, কিন্তু তারা তাদের পরিচয় এবং সংস্কৃতি রক্ষা করতে চায়।যাইহোক, আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার সম্প্রসারণের ধারণাটি নতুন রাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং এখন ও রয়েছে।

মিশনারি পিরিয়ড (1855 থেকে 1889):মিশনারিদের প্রবেশ

1765 সালে ভারত বিভিন্ন স্থানে মিশন স্থাপন করে । বলাই বাহুল্য প্রথম বাইবেল ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু হয়েছিল পূর্ব ভারতে। তিনি যখন সাঁওতালদের মধ্যে বাইবেল প্রচারকরেছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে ভাষা তাদের জন্য একটি বাধা। কিন্তু তাদের কাছে প্রথম সমস্যা দেখা দেয় যে, বাইবেল প্রচার করতে হলে সাঁওতালদের ভাষা শেখার খুব দরকার ছিল এবং তা শেখার সিদ্ধান্ত নেন। যখন তারা সাঁওতালি ভাষা সঠিক ভাবে শেখার চেষ্টা করেছিল, তখন তারা ভাষা দেখে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মিত হয়েছিল এবং সাঁওতালি সাহিত্য ও ভাষার প্রেমে পড়েছিল । তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় এই ভাষায় সাহিত্য চর্চা করা দরকার। তাদের প্রথম দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল পরিদর্শন করা সাঁওতাল আদিবাসী গ্রামগুলিতে এবং সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী গান, ধাঁধা এবং উপকথা সংগ্রহ করে 1845 সালে বই আকারে প্রকাশ করে। এটি বাংলা লিপিতে মুদ্রিত হয়েছিল।তারপর দ্বিতীয় রেভারেন্ডজে. ফিলিপস 1950 সালে ‘সাঁওতালি ভাষা শিখা’নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।

1952 সালে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম 'সাঁওতালি ভাষার পরিচিতি'।সেদিন থেকেই সাঁওতালি সাহিত্যের নতুন যাত্রা শুরু হয়।সাঁওতালি সাহিত্যিক কবি পরিমল হেমব্রমের মতে, যিনি বলে ছিলেন যে ধর্ম প্রচারকদের লক্ষ্য "যদি ও বাইবেল প্রচারকরাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য"।তারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেন যে, এ ভাষার মৌখিক সাহিত্যের সম্পদ অফুরন্ত ও বৈচিত্র্যময় । জাতির মনের পরিচয়ঃ চেতনা নিহিত আছে এই ভাষায়।

পরিবর্তিত বিশ্বে সাঁওতাল শিশু:

আজকের তরুণ প্রাপ্ত বয়স্করা অভিযোগ করেন যে তথ্যের কোনো আদান-প্রদান নেই, যেমনটি দাদা-দাদিরা নাতি-নাতনিদের কথা বলার জন্য পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আট বছর বয়সী যুবকদের ধাঁধা শেখানো হয় এবং তাদের বিভিন্ন স্তরের জটিলতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ধাঁধার মাধ্যমে, শিশুরা একটি প্রাকৃতিক সৃষ্টি তত্ত্বকে অভ্যন্তরীণ করে যা প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করে যেহেতু গৃহপালিত এবং বন্য প্রাণী উভয়ই সমাধান নিয়ে চিন্তা করে। দাদা-দাদিরা অবশ্য বাচ্চাদের শরীরের নিয়ন্ত্রণ ও শেখায়, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য তাদের সন্তান তৈরি করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির কোডকে অন্তর্ভুক্ত করে যা বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নির্দিষ্ট উপায়ে স্বাগত পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধার পরামর্শ দেয়। বাচ্চাদের ও তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যদি তাদের প্রাপ্ত বয়স্করা তাদের বক্তৃতা সংযত

করতে অপছন্দ করে। সাঁওতাল শিশুদের সংস্কৃতি এই অর্থে প্রজন্মের একটি সেটের সম্পূর্ণ জীবন ধারাকে মূর্ত করে। গেম গুলি বয়সের সীমার একটি ভাল উদাহরণ প্রদান করে, কারণ তার থেকে ছয় এবং সাত এবং নয়টি দশ থেকে বারো বছরের বাচ্চাদের মতো গেম খেলেনা। উপজাতি শিশুর মডেলটি তরুণদের ভিন্ন সংস্কৃতি দেখায়। 12 বছরের কম বয়সী শিশুরা অবশেষে তাদের পাশের গ্রামে গিয়ে বা প্রাপ্ত বয়স্কদের তাদের কাজ সম্পন্ন করতে সহায়তা করে একটি সম্প্রদায় তৈরি করে [5]।তারা এক ধরনের সম্প্রদায় এবং সহযোগিতামূলক উদ্যোগ । তারা একটি জগ-মাঞ্জি বাছাই করে, একজন যুবক যা সম্প্রদায়ের প্রবীণ এবং পিতামাতার জন্য দায়ী যে অপরাধের শাস্তি দিচ্ছে।একটি বর্ধিত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ পিতামাতার অধিকারের বিপরীতে, এর ক্ষমতাগুলি শিশুদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি যৌন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে ।মহিলারা ছোট ভাই বোনদের ধরে বা মহিলাদের সাথে এক সাথে বাচ্চাদের ঘাসের গবাদি পশু হিসাবে জ্বালানী বেছে নেয় এবং ছোট প্রাণীদের ফাঁদে ফেলে। বাচ্চাদের শেখানো হয় কীভাবে অভাব মোকাবেলা করতে হয় এবং প্রায়শই নিজেদের জন্য খাবার সরবরাহ করতে হয়। যেহেতু জ্ঞানের পরিবর্তন গুলি প্রবর্তিত হয়েছিল, তরুণরা তাদের এজেন্সিকে একটি গ্রুপ হিসাবে দেখানোর জন্য নতুন কুলুঙ্গি আবিষ্কার করেছে। স্কুলিং এটি কে একটি একক রেফারেন্স মডেল প্রদান করেনা যা নতুন সাংস্কৃতি করুটিন তৈরি করতে পারে, কারণ দৃষ্টি ভঙ্গি গুলি পরস্পর বিরোধী হয়েছে [7] । এই বৈষম্য গুলি শ্রেণী ব্যবস্থার জন্য দায়ী যা শহুরে উপজাতীয় অভিজাত দের গ্রামীণ জনসাধারণ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়।তরুণরা, বিশেষ করে বেকার, মেট্রোপলিটন এলাকায় বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল বলে মনে হয়।একটি ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ে, শিশুদের সংস্থা ফোকাস করে
কীভাবে জাদু বিদ্যায় ঘাটতি এবং বিচ্যুতি মোকাবেলা করা যায়, তবে তাদের কার্যক্রমের সুযোগ হল শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ব্যস্ততায় তাদের অংশগ্রহণ।সংগৃহীত সমসাময়িক কোম্পানীর মধ্যে.

উপসংহার:

যদিও সাঁওতালদের তাদের নিজস্ব ভাষার আবেগ গত পরিচয় শক্তিশালী, সেখানে তাদের নিজস্ব ভাষার প্রতি একটি বাস্তববাদী মনোভাব থাকতে হবে, এমন একটি দেশে যেখানে লোকেরা একটি নতুন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হয়। যদিও সাঁওতাল ঐতিহ্যবাহী অভিজাতদেরকে সাঁওতালি এবং ওলচিকির উড়িষ্যার দৃশ্যকে চিনতে ঠেলে দিয়েছে, আমরাএটাও দেখতে পাচ্ছিযে একটি নতুন আরও শহুরে অভিজাত শ্রেণি ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সমর্থন করে।যাইহোক, মাঝারি আকারের ইংরেজি স্কুলগুলির সাধারণ ব্যক্তিগত প্রকৃতির কারণে, তারা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের পরিবেশনকরে। বেশির ভাগ আদিবাসী পরিবার তাদের সন্তানদের বিনামূল্যে সরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছে। উপজাতীয় শিশুদের কলঙ্কের উপর নির্মিত সিস্টেমের সমস্যা শুধুমাত্র উপজাতীয় মাতৃভাষা নির্দেশ দ্বারা সমাধান করা যাবেনা। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা যা প্রায়ই শিশুদের স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য করে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার সমস্যাকে অবহেলা করা উচিত নয়।উপজাতীয় নেতাদের উপজাতীয় এবং লিপি ভাষার প্রচারের প্রচেষ্টা বিরোধিতার একটি হাতিয়ার হিসাবে বিকশিত হয়েছে। লেখাটি একটি সীমিত বর্ণমালার মতো কাজ করেছিল কারণ এটি সমস্ত সাঁওতালদের দ্বারা গ্রহণ করা হয়নি ।সাঁওতালরা ছাত্রদের ওলচিকি দিয়ে বিস্ময়কর অতীতের হারানো স্মৃতিপূরণ করার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু তারা ছাত্রদের একটি নতুন জ্ঞান তৈরি করতে সাহায্য করেনি[8]।এখানে একটি প্রধান বিষয় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে: সংখ্যালঘু ভাষা এবং স্ক্রিপ্ট স্থাপন কি উপজাতীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির আরও বর্জন রোধ করে? জ্ঞানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, মাতৃভাষাকে কিছুটা হলেও শেখানো অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়, ভারতে ভাষা খুবই রাজনৈতিক।স্বাভাবিকভাবেই, সংবিধানের অষ্টম তফসিলে সাঁওতালিদের অন্তর্ভুক্তির ফলে ওলচিকি ও সাঁওতালি শিক্ষার নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। ভাষা বাস্ক্রিপ্ট নির্বাচন করতে হবে কিনা তা স্কুলে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।নিম্ন বিত্তদের তাই জাতীয় বিদ্যালয় গুলির মধ্যে একটিতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যা ভারতীয়দের একটি মাধ্যম হিসাবে নিযুক্ত করেছিল যখন

অভিজাতরা ইংরেজি মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের বাচ্চাদের বেসরকারী স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হয়। অভিজাত প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়কে বিভক্ত করেছে, যখন এটি সক্ষম হয়েছে। পুরানো সংস্কৃতিতে অগত্যা উপস্থিত ছিলনা এমন অনেক লক্ষ্যের অনুসরণে মানুষ সংস্কৃতিতে নতুন অবদান রাখতে। এই রেফারেন্স গুলি তাৎপর্য পূর্ণ কারণ তারা সামাজিক গতিশীলতাকে উদ্দীপিত করে: তরুণরা এমন একটি বিশ্বে ইন্টার অ্যাক্ট করতে পারে যেখানে শিশুরা প্রান্তিক নয়।নীতি নির্ধারক, উপজাতীয় দল এবং ছাত্র সংগঠন গুলি উপজাতি অধিকার এবং শিক্ষা নিয়ে বিতর্ককে সমর্থন করেছিল। যাইহোক, আমরা দেখতে পাই যে শিশুদের স্মৃতি, পশুদের গল্প এবং দেশের জীবন কিছু লেখক গ্রহণ করেছেন। মানব ভাষা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পদ।একই ভাবে, ভাষা মানুষের আত্মনির্ভর তার মধ্যে যোগাযোগ এবং চিন্তা বিনিময় করতে ব্যবহার করা যেতে পারে । এটিতে অসংখ্য সামুদ্রিক বাগধারার সম্পদ রয়েছে। এটি খুব অবাধে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই এর ইতিহাস বারবার আমাদের কে প্রশ্নের মুখোমুখি করে। এই ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যেভাবে কাজ চলছে তাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর মানুষ এর গুরুত্ব অনুভব করতে পারবে। কিছু বুদ্ধিমান মানুষের প্রজ্ঞার যথাযথ চর্চা হয়েছে। যদি এই অগ্র গতিতে অর্থনৈতিক সংযোজন করা যায়। তাহলে এর অগ্রগতি এর সাথে সাথে আরও ছড়িয়ে পড়বে।

তথ্যসূত্রঃ

1) Bodding, Paul Olaf 'Santali Grammar for Beginners'. india: Mission of the Northern Churches, 1929. ncnc
2) Mandi, Sadhan Kumar 'Modern Santali Grammar'. West Bengal: Pilchu Publisher, 2016.
3) Philips, Jeremiah 'An Introduction to the Santali Language'. Kolkata: Kolkata Stock - Book Society Press, 1852.
4) টুডু, মাঝি রামদাস 'খেরওয়াল বংশ ধরম পুঁথি' ; ঘাঁটশিলা : নীরমল সাহিত্যাম , ১৮৯৪ .
5) ধিরেন্দ্র নাথ বাস্কে 'সাঁওতালি ভাষা ও সাহিতে .কলকাতা: প্রেস রাঘুনাথ ১৯৬০.
6) বাস্কে, ধিরেন্দ্রনাথ. 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' . কলকাতা : সুবর্ণরেখা , ১৯৮৭ .
7) ধিরেন্দ্র নাথ বাস্কে. 'ইতিহাস সাহিতের ও ভাষা সাঁওতালি' কলকাতা : সুবর্ণরেখা , ১৯৯৯ .
8) মানডী, গনেশ. 'একুশ শতকের সাঁওতালি ভাষা ও সাহিতের ইতিহাস'. তাউরেয়ান প্রকাশক , ২০২১.
9) সেন, সুচিব্রত. 'ভারতের আদিবাসী' . পশ্চিমবঙ্গ : বুকপোস্ট প্রকাশক , ২০১৮ .
10) সূচিব্রত সেন 'সত্তার সন্ধানে' . কলকাতা : আশাদীপ , ২০১৯ .
11) হেমব্রম, পরিমল সাঁওতালি সাহিতের ইতিহাস . পশ্চিমবঙ্গ : নিরমল বুক এজেন্সি , ২০১৪ .

লেখক পরিচিতি:

বাবলু মুরমু ২০১৭ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কালনা কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সের সাথে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন এবং এম.এ সম্পন্ন করেছেন ২০১৯ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিষয়ে । বর্তমানে বাবলু মুরমু গবেষণা করার চেষ্টায় নিযুক্ত।